নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
The premier State Open University in India

স্টাডি সেন্টারের নাম ঃ [redacted]

স্টাডি সেন্টারের কোড ঃ [redacted]

এম.এস.ডব্লু ঃ পেপার ৭ (ফিল্ড রিপোর্ট)

- নাম ঃ [redacted]
- এনরোলমেন্ট নম্বর ঃ [redacted]
- রোল নম্বর ঃ [redacted]
- কোর্স ঃ [redacted]
- সেশন ঃ [redacted]

SAMPLE COPY

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.ডবলু (মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক) এর প্রথম বর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ফিল্ড ওয়ার্ক। এই গবেষণার কাজটি সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.ডবলু বিভাগের অধ্যাপক কল্যাণ কুমার সান্যাল, অধ্যাপিকা কস্তুরী সিনহা এবং অধ্যাপক মনোজিত গড়াই এর নিকট। যাদের পথ নির্দেশিকা ছাড়া এই গবেষণাটি বাস্তবিক রূপ লাভ করতে পারত না।

এছাড়াও গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করতে যাদের সাহায্য নিয়েছি তারা হলেন ডাঃ সুকুমার পাল যিনি "এন্ড্রুজপল্লী সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট (অ্যাসিড)" সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। হর্ষমঞ্জুরী নন্দা যিনি "উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সোমা মাইতি যিনি "সবুজ সংঘ" সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া সুখেন্দু ব্যাঙ্ক, যিনি " চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন " সম্পর্কে আমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া যার নাম উল্লেখ করতেই হয় তিনি হলেন ডঃ সোমদেব মুখার্জী যিনি আমাদের রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সকল ব্যক্তিদের যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ না করলে কোন ভাবেই গবেষণার কাজটিকে পূর্ণতার রূপ দিতে পারতাম না।

উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক পথ প্রদর্শন ছাড়া কখনই গবেষণা কাজটি সুসম্পন্ন হত না এবং গবেষণাটির সাফল্যের পূর্ণতা ও অধরা থেকে যেত।

SAMPLE COPY

সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	বিভাগ – ক	
১.	এন্ড্রুজপল্লী সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট(অ্যাসিড)	১-৩
২.	উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন	৪-৫
৩.	সবুজ সংঘ	৬-৮
৪.	চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন	৯-১০
	বিভাগ – খ	
৫.	আমার এলাকার করোনা পরিস্থিতির বিবরণ	১১-১৩
	বিভাগ – গ	
৬.	একটি জাতীয় স্তরের বে-সরকারী সংস্থা (এনজিও)- চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট(সিনি)	১৪-১৬
৭.	একটি আন্তর্জাতিক স্তরের বে-সরকারী সংস্থা (এনজিও)- সেভ দ্যা চিলড্রেন	১৭-১৯

SAMPLE COPY

বিভাগ–ক

এন্ড্রুজপল্লী সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট(অ্যাসিড)

- **সংস্থার নাম :** এন্ড্রুজপল্লী সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট(অ্যাসিড)।

- **সংস্থাপনের সাল :** এই সংস্থা ১৯৯৭ সালে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- **কার্যনির্বাহী পরিচালক :** সুকুমার পাল

- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া :** এই সংস্থা সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬১ এর অধীনে ১৯৯৭ সালে নিবন্ধিত হয়েছিল।
  রেজিস্ট্রেশন নম্বর - এস/৮৯৬১২।

- **সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি :** অ্যাসিড ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সদর দফতর শান্তিনিকেতনের এন্ড্রুজপল্লীতে অবস্থিত। এই সংগঠনের পরিকল্পনাটি শুরু হয়েছিল যখন একদল বন্ধু যারা সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত ছিল। যারা অপুষ্টি, দরিদ্র, বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকদের উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদদের সহায়তায় কাজ শুরু হয়। এই সংস্থা প্রান্তিক সম্প্রদায় এবং এর জনগণকে স্বাবলম্বী ও আত্ম-সম্মানিত করে মানুষকে ক্ষমতায়িত করে।

- **সংস্থার মিশন:** অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে স্ব-নির্ভর গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বিকাশ করা, প্রান্তিক ও দুর্বল সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়নের ধারণা দিয়ে জীবন, জীবিকা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ প্রদান করা, সেই সমস্ত শিশুদের সহায়তা করা যাতে তারা একটি সুখী এবং স্বাস্থ্যকর শৈশব কাটাতে পারে এবং ভাল, দায়িত্বশীল নাগরিক হতে পারে।

- **সংস্থার ভিশন:** প্রান্তিক ও দর্বল সম্প্রদায়ের লোকদের স্বাবলম্বী ও আত্ম-সম্মানিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করা।

- **পরিচালক পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ :**
  অ্যাসিডের পরিচালনা পর্ষদ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকার্যে ব্রতী পেশাদার কর্মী এবং শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত। এই সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের গঠন হল নিম্নরূপ:

  ক) ডঃ সুকুমার পাল - সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট
  খ) ডঃ ভোলানাথ মন্ডল - ভাইস প্রেসিডেন্ট
  গ) দেবনারায়ন বেজ - সচিব ও প্রধান কার্যনির্বাহী
  ঘ) চন্দ্রিমা বাগ - যুগ্ম সচিব
  ঙ) রবীন্দ্রনাথ কোলে - কোষাধ্যক্ষ বা ট্রেজারার
  চ) আলোক ভট্টাচার্য - কার্যনির্বাহী সদস্য
  ছ) রঞ্জন কবিরাজ - কার্যনির্বাহী সদস্য
  জ) সৌগত ভট্টাচার্য - কার্যনির্বাহী সদস্য

সংস্থার কর্মীবৃন্দ :
প্রেসিডেন্ট, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, প্রোজেক্ট কোর্ডিনেটর, সহ-প্রোজেক্ট কোর্ডিনেটর, হিসাবরক্ষক, ১০ জন শিক্ষক বা শিক্ষিকা, ১০ জন সমাজ কর্মী, ৭ জন পরিষ্কার কর্মী।

SAMPLE COPY

- **সহযোগী অংশীদার :**
  - কনফ্রেঞ্জা এপিস্কোপেল ইটালিয়ানা (সিইআই) নামে ইতালির একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ২০১৬ সাল থেকে "সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে খাদ্যের জন্য জল: ভারত ও বাংলাদেশ" নামে প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছে।
  - বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মূল্যবান পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে অ্যাসিডের প্রকল্পগুলিতে সহায়তা করছে।
  - জিআইজেড/স্বাস্থ্য বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
  - স্যার রতন টাটা ট্রাস্ট।
  - পরিবেশ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার।

- **আর্থিক সংস্থান** : অ্যাসিড বিভিন্ন আর্থিক দাতা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা ,সহমর্মী পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে আর্থিক সংস্থান পেয়ে থাকে।

- **প্রকল্পের অঞ্চল বা অপারেশনাল এরিয়া:** উত্তর ২৪ পরগনার হিজলগঞ্জ ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে অ্যাসিড কাজ করে থাকে।

- **সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ** :

  - **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** এই সংস্থা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অতিমারী যেমন আয়লা, আম্ফান ও কোভিডের সময়ে সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে। এছাড়াও এই সংস্থা ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ আশ্রয়, জল, খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি মৌলিক সুবিধাগুলি প্রদান করে।

  - **শিশু সুরক্ষা প্রকল্প:** বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার হিংগলগঞ্জ ব্লকের যোগেশগঞ্জ, গোবিন্দকতী ও কালীতলা নামে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অ্যাসিড স্পনসরশিপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটি প্রধানত দুটি উপাদানগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তা হল স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা।

  - **জীবিকার কর্মসূচি:** খাদ্যের জন্য জল শিরোনামে জীবিকা নির্বাহ প্রকল্পটি কৃষিক্ষেত্রে জলের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে এবং দরিদ্রদের বিভিন্ন আয়ের সুযোগ পাওয়ার জন্য জীবিকার বিকল্প উপায় সরবরাহ করেছে।

  - **নানুর ব্লকের ১৫৭টি বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার প্রকল্প :** জিআইজেড এবং জিওডব্লিউবিএর সহায়তায় অ্যাসিড ২০০৪ সালে নানুর ব্লকের ১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় মাসের বিশেষ হাত ধোয়ার উপকারিতা সম্পর্কে প্রচার চালায়।

- **টার্গেট গ্রুপ:** স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং আবাসন পরিষেবা অ্যাক্সেসে শহুরে ও গ্রামীণ অঞ্চলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমর্থন করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে যুবসমাজকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত ক্রিয়াকলাপগুলি সংগঠিত করতে উৎসাহিত করা।

SAMPLE COPY

- **<u>প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম :</u>** এই সংস্থা রেসকিউ ট্রেনিং অ্যান্ড হেল্থ অ্যাসিসটেনস ট্রেনিং, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, লকডাউন চলাকালীন করোনা পরিস্থিতিতে শিশুদের শিক্ষার জন্য ছোট গ্রুপ গঠনের দরুণ স্টাডি সেন্টার তৈরি , করোনা পরিস্থিতিতে মেন্টাল এবং এডুকেশনাল যেমন যোগা এবং ছোট গ্রুপ স্টাডি গঠন করেছিল।

- **<u>সংস্থার কর্মপদ্ধতি ও নীতি:</u>**
  - ➢ কেস ওয়ার্ক: দুর্যোগে পীড়িত ব্যক্তিদের সহায়তা ,সাফল্যের কাহিনী।
  - ➢ গোষ্ঠী কর্ম: স্বনির্ভর দল গঠন , কৃষকদের দল গঠন ইত্যাদি।
  - ➢ সমষ্টি কর্ম: সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে আলোচনা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
  - ➢ সমাজ কর্ম গবেষণা।

❖ **<u>নীতি</u>**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার তিনটি মৌলিক বিষয় –

১. দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া – সক্ষমতা বৃদ্ধি, দল গঠন , সচেতনতা ইত্যাদি দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি যথা সময়ে নেওয়া।

২. দুর্যোগ প্রস্তুতি – সরিয়ে নেওয়া, স্বাস্থ্য, মৌলিক সুযোগসুবিধাগুলো এবং খাবার নিশ্চিতকরণ দুর্যোগ এলাকায়।

৩. প্রশমন – ভূমির ক্ষয় ব্যবস্থা, কাঠামোগত দিক, নর্দমা ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো দুর্যোগ প্রশমন অঞ্চলের প্রকৃত কারণগুলো প্রয়োজন এবং এটি হ্রাস করা।

SAMPLE COPY

UDDAMI INDIA FOUNDATION

উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন

- **সংস্থার নাম :** উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন

- **সংস্থাপনের সাল :** এই সংস্থা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের দক্ষতা অন্বেষণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং উন্নত জীবনযাপনের যোগ্য করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৯ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। ২০০৫ সালে উদ্যমী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্নাতক ও ট্রাস্টি কর্তৃক এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছিল।

- **কার্যনির্বাহী পরিচালক :** হর্ষমঞ্জুরী নন্দা

- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া:** ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে নিবন্ধিত। এই ট্রাস্টটি অনুচ্ছেদ ১২-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে এবং অনুদানের অর্থের ৫০% হারে কর ছাড়ের জন্য আয়কর আইন, ১৯৬১,এর ৮০ জি এর অধীনে অনুমোদন লাভ করেছে।
  রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ডিআইটি(ই)বিএলআর/৮০জি/৫৩/এএবিটিবি৪৭৪০এম/আইও(ই)-১ ভিওএল ২০১০-১১

- **সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি :** উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে অবস্থিত একটি বেসরকারী শিক্ষামূলক সংস্থা যেটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের দক্ষতা অন্বেষণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং উন্নত জীবনযাপনের যোগ্য করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৯ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল।

- **সংস্থার মিশন:** দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা অর্জনের জন্য সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন করা।

- **সংস্থার ভিশন:** এই সংস্থা সমাজে কিশোর এবং কিশোরীদের শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে তার প্রয়াস, শ্রম ও সংবাদ বিনিয়োগ করায় বিশ্বাস করা।

- **পরিচালক পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ:** এই সংস্থা প্রধানত নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠিত কিছু পেশাদার কর্মী দ্বারা গঠিত বোর্ড ওফ ট্রাস্টি দ্বারা পরিচালিত হয়। ইউ.টি.এফ-এর অন্যান্য কর্মীবৃন্দ হল নিম্নরূপ-

বোর্ড ওফ ট্রাস্টি

ক) নির্বাহী পরিচালক	ঘ) হিসাবরক্ষক
খ) প্রোগ্রাম অফিসার	ঙ) ফিল্ড ওয়ার্কার
গ) অ্যাকাউন্টস অফিসার	চ) অফিস সহকারী/অন্যান্য

- **সহযোগী অংশীদার :** ক) ইউনিচার্ম খ) স্মাইল ফাউন্ডেশন গ) শুকতারা ঘ) হাঙ্গার স্কোয়াড ফাউন্ডেশন।

SAMPLE COPY

- **আর্থিক সংস্থান**: উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন বিভিন্ন আর্থিক দাতা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা সহমর্মী পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে আর্থিক সংস্থান পেয়ে থাকে। যেমন - উদ্যমী পাটেন্ট বডি, ইউএসএ, স্মাইল ফাউন্ডেশন, লোকাল ফান্ড, ইউনিচার্ম ইত্যাদি।
- **সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ** :

উদ্দ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন উদ্যমী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে (ইউসিটিসি)সমর্থন করে।প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির মূল পরিষেবাগুলি হল-

❖ **ব্যবহারিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ**: ইউসিটিসি নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের কিশোর-কিশোরীদের জীবিকা অর্জনের উপযোগী কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা লাভের সুযোগ সরবরাহ করে। শিক্ষার্থীরা মাইক্রোসফ্ট অফিস, ইমেল যোগাযোগ, ইন্টারনেট অনুসন্ধান কৌশল, ওয়েবপেজের বেসিক ডিজাইন এবং এইচটিএমএল শিখে থাকে।

❖ **কম্পিউটার শিক্ষক প্রশিক্ষণ**: ইউসিটিসির স্নাতক যারা কম্পিউটার শিক্ষক হিসাবে দক্ষতার বিকাশ করতে চান তারা বর্তমান ইউসিটিসি শিক্ষকদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ কোর্স নিতে পারেন।

❖ **লাইফ স্কিল কোর্স**: ঐচ্ছিক লাইফ স্কিল কোর্সটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই দক্ষতাগুলির বিকাশ ঘটায় যা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই সহায়তা করবে।

❖ **স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস**: স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসটি ইউসিটিসি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে একটি ঐচ্ছিক সংযোজন। এটি শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতার সাথে সাথে তাদের ইংরেজিতে সাবলীলভাবে কথা বলার ক্ষমতার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি সাধন করে।

- **প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম:** শিশু সুরক্ষা নীতি, জেন্ডার নীতি, মানব সম্পদ নীতি, আর্থিক নীতি, মাসিক চলাকালে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা, মানসিক সুস্থতা, জেন্ডার রিসোর্স সেন্টার।

➢ **প্রোগ্রাম :**

ব্যবহারিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, জীবন এবং সফ্ট স্কিল কোর্স, স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস।

- **সংস্থার কর্মপদ্ধতি :**

ক) কেস ওয়ার্ক খ) গোষ্ঠী কর্ম গ) সমষ্টি কর্ম ঘ) সোশাল অ্যাকশন ঙ) সমাজ কল্যাণ

❖ **সংস্থায় কর্মরত সমাজ কর্মীদের দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য**

সহমর্মিতা, যোগাযোগ, সংগঠন পরিচালনা করার দক্ষতা, সহিষ্ণুতা, পেশাদারীত্ব প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা, পক্ষসমর্থন।

SAMPLE COPY

সবুজ সংঘ

- **সংস্থার নাম :** সবুজ সংঘ

- **সংস্থাপনের সাল :** সবুজ সংঘের সূচনা হয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নন্দকুমারপুর গ্রামে ১৯৫৪ সালে শুরু হওয়া একটি সামাজিক ক্লাবের মাধ্যমে।

- **কার্যনির্বাহী পরিচালক :** সোমা মাইতি

- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া :** সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গ সমিতি নিবন্ধকরণ আইনের, ১৯৬১ অধীনে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়েছে। এই সংস্থাটি বিদেশী অবদান (নিয়ন্ত্রণ)আইন ১৯৭৬ ও আয়কর আইনের(১৯৬১) ১২ নম্বর ধারার অধীনেও নিবন্ধভুক্ত। রেজিস্ট্রেশন নম্বর - এস/১৬৯৭৯।

- **সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি :** সবুজ সংঘ একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, যেটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নন্দকুমারপুর গ্রামে ১৯৫৪ সালে শুরু হয় একটি সামাজিক ক্লাবের মাধ্যমে। এই সংস্থা শীঘ্রই সুন্দরবন ব-দ্বীপে প্রকৃতির খেয়াল ও নদীর জোয়ার ভাটার খামখেয়ালিপনা সহ্য করে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে কারণ এই অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। সবুজ সংঘ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, সাগর, বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর প্রথম ও কুলপি উন্নয়ন ব্লক এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লক, বিধাননগর পৌরসভা, সল্টলেক সিটি এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশন অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে।

- **সংস্থার মিশন:** স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবাদির একীকরণের দ্বারা ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, তথ্য ইত্যাদির পরিকাঠামোর উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার মাধ্যমে প্রান্তিক ও দুর্বল ব্যক্তিদের জীবনের মানের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন।

- **সংস্থার ভিশন:** এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে সমস্ত লোকের সমান অধিকার থাকবে এবং সব লোক সমান সুযোগ পাবে।

- **পরিচালক পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ :**

শ্রী শিবশঙ্কর গিরি - সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট
শ্রী সারাদিন্দু ব্যানার্জি - ভাইস প্রেসিডেন্ট
শ্রী আন্সুমান দাস - সচিব
শ্রী ভবেশ চন্দ্র মন্ডল - কোষাধ্যক্ষ
শ্রীমতী দেবি রানি জানা – কার্যনির্বাহী সদস্য
ডঃ এস.পি.সিংহরায় – কার্যনির্বাহী সদস্য

SAMPLE COPY

সংস্থার কর্মীবৃন্দ :

শ্রী মানস কুমার চক্রবর্তী - সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার

শ্রী অরুনাভ দাস - সম্পদ একত্রীকরণ ও বাহ্যিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান

শ্রী সাজলেন্দু দেব - সিনিয়র ফিনান্স কোঅর্ডিনেটর

শ্রীমতি সোমা মাইতি – আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

শ্রী সৌমিত্র জানা - অ্যাকাউন্টস অফিসার

- **সহযোগী অংশীদার :**

(জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদার)

এসইউএএস এডুকেশানাল ডেভলপমেন্ট,আয়ারল্যান্ড, চাইল্ডলাইন ফাউন্ডেশন,মুম্বই, স্মাইল ফাউন্ডেশন,নয়াদিল্লি, নাবার্ড,কলকাতা, কিভা,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ, চ্যারিটিস এইড ফাউন্ডেশন, নয়াদিল্লি, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৪ পরগনা (দ:) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ইত্যাদি।

- **আর্থিক সংস্থান:** সবুজ সংঘ বিভিন্ন আর্থিক দাতা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা,সহমর্মী পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে আর্থিক সংস্থান পেয়ে থাকে।

- **সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ** :

➢ **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:** সবুজ সংঘ যে সব অঞ্চলে কাজ করে সেখানে স্বাস্থ্যসেবার পরিস্থিতি খুব আশাজনক নয়। এই সংস্থা সম্প্রদায়গুলির স্বাস্থ্যসেবামূলক সুযোগ-সুবিধা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে সাহায্য করে।

➢ **শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা:**বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিতে, শিশুরা প্রায়শই অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপগুলির মূল লক্ষ্য হল বিশেষ মনোযোগ এবং যত্নের প্রয়োজন এমন দুর্বল শিশুদের শিক্ষাগত সহায়তা সরবরাহ এবং শিশুদের সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

➢ **জীবিকা ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন:**এই সংস্থা সম্প্রদায়গুলির সাথে তাদের নিজস্ব জীবিকা নির্ধারণের বিকল্পগুলি সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার এবং তাদের খাদ্য সুরক্ষা উন্নত করার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য কাজ করে।এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপরও জোর দেয় যাতে তারা নিজেরা জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে।

➢ **এই সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম** :

জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নেটওয়ার্কিং এবং অ্যাডভোকেসি, জরুরী অবস্থা ও ত্রাণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং।

- **টার্গেট গ্রুপ :**

✓ সাম্যতা - সমস্ত মানুষকে সমান আচরণ করা উচিত, এবং বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ বা সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে কোনও ব্যক্তির সাথে বৈষম্য করা উচিত নয়।

✓ শ্রদ্ধা - সকল কর্মী, সুবিধাভোগী এবং স্টেকহোল্ডারদের সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে চিকিৎসা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

✓ স্বচ্ছতা - সর্বদা স্বচ্ছ ও সৎ পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

SAMPLE COPY

- **প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম :**

সবুজ সংঘ সরকারি সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে এবং সরকারি প্রকল্প গুলি সাধারণ মানুষ এর কাছে পৌছে দেয়।

১. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:-

সবুজ সংঘ একটি বেসরকারী হাসপাতাল, স্বর্ণলতা সবুজ সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করেছে, হাসপাতালটি শ্রম কক্ষ, অপারেশন থিয়েটার, ফার্মাসি, প্যাথলজি, ইউএসজি ও রেডিওলজি ইউনিটের পাশাপাশি ওপিডি এবং আইপিডি উভয় সুবিধা দিয়ে সজ্জিত রয়েছে।

২. শিক্ষা এবং শিশু সুরক্ষা :-

সবুজ সংঘ নন্দকুমারপুরে তার নিবন্ধিত অফিসে একটি আবাসিক স্কুল পরিচালনার চেষ্টা করেছিল। এখানে আবাসিকদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এবং শিশুরা এই স্কুলে থাকে এবং পড়াশোনা করে।

৩. জলের স্যানিটাইজিং এবং হাইজিন :-

সবুজ সংঘ তার চলমান এলাকার স্কুলগুলিকে নিরাপদ পানীয় জল এবং হাত ধোয়ার স্টেশন সহ স্কুল স্যানিটারি ব্লক নির্মাণের জন্য পৃথক স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং প্রস্রাবের চলমান জল সুবিধাসহ বালক ও বালিকাদের জন্য প্রস্রাব, বর্জ্য নিষ্ক্রিয়করণ বিন ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করেছে।

- **সংস্থার কর্মপদ্ধতি:**

ক) কেস ওয়ার্ক খ) গোষ্ঠী কর্ম গ) সমষ্টি কর্ম ঘ) সমাজ কল্যাণ

SAMPLE COPY

চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন

- **সংস্থার নাম :** চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন

- **সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার নাম :** জেরু বিলিমোরিয়া

- **সংস্থাপনের সাল :** এই সংস্থা ১৯৯৬ সালে জুন মাসে মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- **কার্যনির্বাহী পরিচালক :** শ্রী সুখেন্দু ব্যাঙ্ক

- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া :** চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ভারতে সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০, দ্যা বোম্বে পাবলিক ট্রাস্ট আক্ট ১৯৫০ এবং ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন আক্ট ১৯৭৬ আইনের আওতায় নিবন্ধিত। ২৮/০৫/১৯৯৯ সালে এই সংস্থার নিবন্ধীকরণ হয়। রেজিস্ট্রেশন নম্বর – সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন ১৮৬০ নম্বর ৭১৭/১৯৯৯।

- **সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি :** চাইল্ডলাইন সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালের জুন মাসে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সেস (টিআইএসএস) মুম্বাইয়ের পরিবার ও শিশু কল্যাণ বিভাগের ফিল্ড অ্যাকশন প্রকল্প হিসাবে শুরু করে। টিআইএসএসের তৎকালীন অধ্যাপিকা মিসেস জেরু বিলিমোরিয়া এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিসেস বিলিমোরিয়া রেলস্টেশনগুলিতে বা মুম্বাইয়ের নাইট শেল্টারে অবস্থানরত বাচ্চাদের সাথে আলাপচারিতা শুরু করেছিলেন। আস্তে আস্তে, সঙ্কটে থাকা শিশুরা তার সাথে রাত ও দিনের যে কোনও সময় যোগাযোগ করতে শুরু করে।

- **সংস্থার মিশন:** শিশুদের লক্ষ্য অভাবিত প্রতিটি সন্তানের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই সংস্থা চারটি সিস মডেলের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে যেমন - কানেক্ট, ক্যাটালিজ, সহযোগিতা এবং যোগাযোগ।

- **সংস্থার ভিশন:** একটি শিশু-বান্ধব জাতি যা সমস্ত বাচ্চার অধিকার এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়।

- **পরিচালক পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ :**

পরিচালনা পর্ষদ

শ্রী রাম মোহন মিশ্র - সভাধিপতি, সেক্রেটারি, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক

অনুরাধা এস. ছাগতি - যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক

এ. কুন্দন - মুখ্য সচিব, মহারাষ্ট্র সরকার।

SAMPLE COPY

ব্যবস্থাপনায়

ডঃ আঞ্জাইয়া পান্ডিরি - এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
বিকাশ পুথরান - হেড রিসোর্সেস মুবিলাইজেশন
সন্তোষ জি. কে. মিন্জ - অ্যাডভাইসর এইচ.আর
সন্দীপ মিত্র – হেড ই.আর.আর.সি.

- **সহযোগী অংশীদার :** সত্যভারতী, ভারত সরকার, টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, একাডেমিক ইনস্টিটিউট, কর্পোরেট সেক্টর।

- **আর্থিক সংস্থান:** ১০০% আর্থিক সংস্থান ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা প্রদান করা হয়।

- **প্রকল্পের অঞ্চল বা অপারেশনাল এরিয়া:** সারা ভারতে বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন কাজ করে থাকে।

- **সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ** :

❖ **১০৯৮ এর কল করুন** - যে কোন শিশু বা সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বয়স্ক চাইল্ডলাইনের হেল্পলাইন নম্বরে ডায়াল করতে পারেন, যা রাত দিন চালু থাকে।

❖ **চাইল্ডলাইন উপদেষ্টা বোর্ড-** কমিটির নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক জেলা কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সদস্য রয়েছেন।অন্যান্য এনজিওগুলি জেলার কর্মসূচির উন্নয়নে উদ্দীপনা জোগায়।

❖ **রেলওয়ের চাইল্ডলাইন** :২০১৫-১৬ সালে, একটি অনন্য উদ্যোগের সূত্রপাত ঘটে এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসাবে রেলস্টেশনগুলিতে চাইল্ডলাইন হেল্প ডেস্ক বা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল।

❖ **অন্যান্য কার্যক্রম**
শিশু শ্রম, শিশুদের ওপর অত্যাচার ও অপব্যবহার, যৌন নির্যাতন ,শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করার কার্যক্রম করে থাকে।

- **টার্গেট গ্রুপ :** প্রতিটি কল গুরুত্বপূর্ণ যদিও চাইল্ডলাইনে প্রতিটি কল জরুরি নয়, তবে শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের যে কোনও কল গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়। শিশুদের সমস্যাটি সনাক্ত করতে এবং সমাধান গঠনে সহায়তা করাই এই সংস্থার মূল লক্ষ্য।

- **প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম :** অঙ্গনওয়াড়ি সেবা প্রকল্প, জাতীয় ক্র্যাঞ্চ প্রকল্প, কিশোরী মেয়েদের জন্য প্রকল্প, শিশু সুরক্ষা, প্রকল্প পুষান অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যোজনা, ওয়ান স্টপ সেন্টার স্কিম, মহিলা হেল্পলাইন প্রকল্প ইত্যাদি।

- **সংস্থার কর্মপদ্ধতি:**
ক) কেস ওয়ার্ক খ) গোষ্ঠী কর্ম গ) সমষ্টি কর্ম ঘ) সামাজিক উদ্যোগ ঙ) সমাজ কল্যাণ

SAMPLE COPY

বিভাগ–খ

আলোচ্য বিষয়:- আমার এলাকার করোনা পরিস্থিতির বিবরণ:

- **ভূমিকা:**

করোনা ভাইরাস একটি সংক্রামক ভাইরাস যা ২০১৯ সালে ডিসেম্বর মাসের চীনের হুপেই প্রদেশের ইউহান শহরে প্রথম দেখতে পাওয়া য়ায়। করোনা ভাইরাস বলতে ভাইরাসের একটি শ্রেণীকে বোঝায় যেগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিদেরকে আক্রমণ করে। এই মারণ ভাইরাস চীন দেশ থেকে ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ, উত্তর আমেরিকা মহাদেশ, এশিয়া মহাদেশ সহ আজ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। আমাদের দেশ ভারতে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়।

- **করোনা সম্পর্কে এলাকাবাসীর ধারণা:**

আমি অপরাজিতা বিশ্বাস, হাওড়া জেলার শিবপুর এলাকায় ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিবাসী। মার্চ মাসে যখন কোভিডের বিষয়টি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন আমার এলাকার মানুষদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। যেমন- একদল মানুষ এই মারাত্মক ভাইরাস এর বিষয় জানার পর নিজেরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। ইমার্জেন্সি ছাড়া তারা বাড়ির বাইরে বেড়োতো না, খুব প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেড়োলেই মাস্ক পড়ে বেড়োত। আর একদল মানুষ এই বিষয়টিকে খুবই হালকা ভাবে নিয়েছিল। মাস্ক তো দূরের কথা তারা রাস্তায় প্রয়োজন ছাড়া বেড়োত, চায়ের দোকানে সবাই মিলে আড্ডা দিত। এই সমস্ত মানুষ ভেবেছিল যে এই ভাইরাসটি সাধারণ ফ্লু বা সোয়ান ফ্লুর মতন। তাই তারা মারণ ভাইরাসটিকে গুরুত্ব সহকারে দেখেনি। এই সময় আমাদের এলাকায় করোনার প্রভাব না থাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছিল।

- **লকডাউন চলাকালীন এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়া:**

দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১৭ ই মার্চ জনতা কারফিউ খুবই সফলভাবে আমাদের এলাকার মানুষজন পালন করেছিল। এই দিন কেউ বাড়ির বাইরে বেরোয়নি। দোকান, বাজার খোলেনি, যানবাহন পরিষেবা বন্ধ ছিল শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পরিষেবা ছাড়া। এরপর শুরু হয় দফায় দফায় লকডাউন। ২৫ শে মার্চ থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত সারা দেশ লকডাউন ছিল। লকডাউনের প্রথম দিকে এলাকার মানুষজন খুবই ভীত ছিল। সমস্ত অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকান-বাজার, সিনেমা হল, রেস্তোরা, মন্দির, মসজিদ, সামাজিক অনুষ্ঠান, কারখানা, যানবহন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারের নির্দেশ মত আমার এলাকায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনলাইন ক্লাস চালু করে। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীরা ঘরে বসেই "ওয়ার্ক ফর্ম হোম" এর দ্বারা তাদের অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন করতে থাকে। অনেক মানুষ এই লকডাউনের কারণে তারা তাদের কাজ হারায়। সংক্রমণ এড়াতে পুলিশ কর্তৃক আমাদের এলাকায় চিহ্নিত কিছু মুদিখানার দোকানের ও ওষুধের দোকানের নাম ও ফোন নাম্বার তাদের ওয়েবসাইটে ও প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেয়,যাতে করে আমার এলাকার মানুষজন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও ওষুধ ঘরে বসেই যাতে পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ এইসব বিধি-নিষেধ ভাঙতে শুরু করে। সকাল হতেই পুলিশের চোখ এড়িয়ে অযথা জমায়েত করতে শুরু করে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জুন মাস পর্যন্ত সমস্ত কনটেনমেন্ট জোনে পুনরায় লকডাউন ঘোষণা করে।

SAMPLE COPY

- **সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা:**

এলাকার মানুষের সমস্যাগুলি একটু শিথিল করার জন্য সরকার ও প্রশাসন মিলে কিছু সমাধান বার করে। বাড়িতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার বদলে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যাতে এলাকার মানুষজন দোকানে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে। প্রতিটি দোকানের সামনে চক দিয়ে গোল দাগ কেটে দিয়েছিল যাতে সোশ্যাল ডিসটেন্স সবাই মেনে চলে। রেশন দোকান থেকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেওয়া হয়েছিল। পৌরসভা থেকে মাঝে মধ্যেই মাইকিং করা হত যাতে এলাকার মানুষ সতর্ক থাকে এবং করোনা আক্রমণের বিধি-নিষেধ সুস্ঠভাবে মেনে চলে। পৌরসভা থেকে সপ্তাহে দুই দিন ধরে আমাদের এলাকায় স্যানিটাইজ করতে আসত যাতে আমাদের এলাকা জীবাণুমুক্ত থাকে। এছাড়া প্রতিটি বাড়িতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার দিয়েছিল। পৌরসভা থেকে আমাদের ওয়ার্ডে "আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০" বিনামূল্যে প্রদান করা হয় যাতে করোনার সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের শরীরে ইমিউনিটি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

- **স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা:**

কিছু সংস্থা আমাদের এলাকায় এসে দুস্থ মানুষদের মাস্ক, স্যানিটাইজার, চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছিল। আমাদের এলাকায় কিছু ক্লাব রক্তদান শিবির আয়োজন করেছিল যাতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায়।

- **এলাকার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা :**

হাওড়া জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও পৌরসভা থেকে জানা গেছে যে আমাদের এলাকায় ৪০ জন মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এলাকায় কোন আক্রান্তের মৃত্যু হয়নি। আমাদের এলাকায় লকডাউন এর প্রথম দিকে করোনা আক্রান্তের হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে যতই শিথিল হয়েছে ততই করোনা আক্রান্ত এর সংখ্যা বাড়তে দেখা গেছে। আমার এলাকার মানুষজন সবসময় করোনা আক্রান্ত ও তাদের পরিবারের সবসময় পাশে ছিল। করোনা আক্রান্তদের কাউকে হোম কোয়ারেনটাইন এবং যাদের বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের হসপিটালে ভর্তি করা হয়। এলাকাবাসীরা করোনা আক্রান্ত পরিবারের প্রতি কেউ অমানবিক আচরণ করেনি বরং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

- **আনলকের পরবর্তী পর্যায়ে এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়া:**

আনলক হবার পর মানুষদের আগের তুলনায় সতর্কতা অনেক কমে গেছে। কিছু কিছু মানুষ মাস্ক ছাড়াই বাজার দোকান করছে, স্যানিটাইজারের তো কোন কথাই নেই। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ যেমন বয়স্ক ও বাচ্চারা মাস্ক ও স্যানিটাইজার সঠিকভাবে ব্যবহার করছে এবং ইমার্জেন্সি ছাড়া তাদেরকে আর বাড়ির বাইরে বেড়োতে দেখা যাচ্ছে না। তবে মানুষের মধ্যে ভয় বা ভীতি বিষয়টি চলে গেছে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যানবহন পরিষেবা চালু হওয়ায় মানুষ তাদের অফিস যেতে পারছে, এলাকায় ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খুলতে পেরেছে। এলাকার শিক্ষার্থীরা টিউশনি যাওয়া শুরু করেছে, সন্ধ্যে হলেই রেস্টুরেন্টে ভিড় দেখা দিচ্ছে, ফুটপাতের খাবারও খেতে দেখা যাচ্ছে।

SAMPLE COPY

- **আমার মতামত:**

মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে আমরা এই মহামারীকে রুখতে পারবো না। আমাদের সরকার, পুলিশ, ডাক্তার, সাফাই কর্মচারীরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। এই মহামারী পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষকে পজেটিভ, উদার ও পারস্পরিক সহায়তামুখী থাকা খুবই প্রয়োজন যা আমাদের এলাকায় লক্ষ্য করা গেছে। মানুষকে মানুষের পাশে থাকতে হবে। আমাদের এলাকায় করোনার প্রভাব থাকার জন্য সোসাইটি অনেক সচেতন হয়েছে। সবাই মুখে মাস্ক পড়ছে, সোশ্যাল ডিসটেন্স, স্যানিটাইজার এর ব্যবহার করেছে। এক কথায় বলা যায় আমার এলাকায় বহু পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এলাকা অন্য এলাকার তুলনায় কম আক্রান্ত হয়েছে এবং সরকারকে সর্বদা আমরা পাশে পেয়েছি। আমাদেরকে করোনার বিধিনিষেধগুলি আরো ভালোভাবে মানতে হবে তবেই আমরা করোনাকে হারাতে পারবো।

SAMPLE COPY

বিভাগ–গ

একটি জাতীয় স্তরের বে-সরকারী সংস্থা (এনজিও)-

চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি)

- **সংস্থার নাম :** চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি)

- **সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার নাম :** ডাঃ সমীর নারায়ণ চৌধুরী

- **সংস্থাপনের সাল :** এই সংস্থা ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া:** সিনি ভারতে সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট এবং ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন আইনের আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারী সংস্থা। ১৯৭৫ সালে এই সংস্থার নিবন্ধীকরণ হয়।

- **ওয়েবসাইট:** ডবলু ডবলু ডবলু.সিনি-ইন্ডিয়া.ওআরজি

- **সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি :** সিনি ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে এই সংস্থা শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পুষ্টিহীন এবং অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসা শুরু করে। আশির দশকের গোড়ার দিকে, সিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ, ভারতের নিউট্রিশন ফাউন্ডেশন এবং কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যৌথ গবেষণা প্রকল্প শুরু করেছিল।

- **সংস্থার মিশন:** শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা যাতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণের অধিকার অর্জন করতে পারে ও সম্প্রদায় যাতে তাদের কল্যাণ সাধনে দায়িত্বশীল হয় তা সুনিশ্চিত করা।

- **সংস্থার ভিশন:** একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায় যেখানে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।

- **পরিচালক পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ :** সিনিতে প্রায় ১,৯০০ এর বেশি কর্মী কাজ করে। অধিকাংশ, এটি প্রশিক্ষিত সম্প্রদায়ভিত্তিক কর্মীদের উপর নির্ভর করে, সম্মানের ভিত্তিতে বা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অবদান রাখে।

SAMPLE COPY

সিনির পরিচালনা পর্ষদ

ডাঃ সমীর নারায়ণ চৌধুরী - সেক্রেটারি এবং ডিরেক্টর

ডাঃ মানবেন্দ্রনাথ রায় - মেম্বার, গভর্নিং বডি

প্রোফেসর কল্যাণ শংকর মন্ডল - প্রেসিডেন্ট

ডাঃ চারুলতা ব্যানার্জি - মেম্বার, গভর্নিং বডি

শ্রীমতী সুনন্দা বোস - মেম্বার, গভর্নিং বডি

প্রোফেসর সৌগত রায় - ট্রেজারার, গভর্নিং বডি

- **সহযোগী অংশীদার:** সিনি বিভিন্ন আর্থিক দাতা যেমন ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার, জাতিসংঘের সংস্থাগুলি, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং দ্বিপাক্ষিক ট্রাস্ট এবং ফাউন্ডেশন, কর্পোরেশন, ব্যক্তি এবং সিনির সমর্থন গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে তার আর্থিক সংস্থান পেয়ে থাকে।

  ❖ **জাতীয় অংশীদার:**

  খ্রিস্টান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া নয়াদিল্লি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ক্যাথলিক ত্রাণ পরিষেবা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সিইএসসি, চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,পঞ্চায়েত ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্কুল শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি।

  ❖ **আন্তর্জাতিক অংশীদার :**

  সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চাইল্ডহোপ, ইউ.কে, সিনি হল্যান্ড, সিনি,ইটালি, সিনি, ইউ.কে, সিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ ইত্যাদি।

- **আর্থিক সংস্থান:** সিনি বিভিন্ন আর্থিক দাতাদের থেকে প্রাথমিকভাবে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি, জাতিসংঘের সংস্থাগুলি, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং দ্বিপাক্ষিক ট্রাস্ট এবং ফাউন্ডেশন, কর্পোরেশন, ব্যক্তি এবং সিআইএনআই সমর্থন গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে আর্থিক সংস্থান পেয়ে থাকে।

- **সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ :**

  ❖ **শিক্ষা**

  সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য এবং পুষ্টিকর ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সহায়তা প্রতিষ্ঠা করা, তালিকাভুক্ত বাচ্চাদের ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্রিজ কোর্সের মাধ্যমে ও ত্বরিত শেখার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিকারের সহায়তা প্রদান করা, বাচ্চাদের কাউন্সেলিং সহায়তা করা, শিশু এবং তাদের পিতামাতাদের সংবেদনশীল কর্মসূচী নিশ্চিত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, আচরণ ও শিষ্টাচার, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, প্রজনন স্বাস্থ্য, মূল্যবোধ এবং সামাজিক উদ্বেগ মতো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে লাইফ স্কিল শিক্ষা প্রদান করাই ছিল সিনির অন্যতম উদ্দেশ্য।

  ❖ **স্বাস্থ্য**

  সিনি বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিকে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলির যথাযথ লাভ ওঠানোর জন্য তথ্য, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে। সমান্তরালভাবে,এই সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের যেমন সরকারী প্রথম সারির কর্মী ও আশা কর্মীদের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের নির্দেশ অনুসারে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে প্রশিক্ষণ দেয়।

SAMPLE COPY

❖ **সুরক্ষা**

আশির দশকের শেষের দিক থেকে এই সংস্থা রাস্তায় বাস করা, পালানো, নিখোঁজ, যৌন ও শারীরিকভাবে নির্যাতিত,বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে স্কুল ড্রপ আউট বা অন্য ধরণের সহিংসতার শিকার শিশুদের সাথে কাজ করছে।

❖ **পুষ্টি**

সিনির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে উপযুক্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশুদের পূর্ণ শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ সুনিশ্চিত করা। ।

❖ **অন্যান্য কার্যক্রম**

সিনি আম্ফান এবং কোভিড ১৯ এর সময় সাধারণ মানুষদের পাশে দাড়িয়ে ছিল।

- **টার্গেট গ্রুপ:** এই সংস্থা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের অভিজ্ঞতা ও দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিম্ন পরিষেবা প্রাপ্ত গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে তাদের কর্মপদ্ধতি সর্বদা উন্নত করতে চেষ্টা করে।

- **প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম :**

  ❖ মিড ডে মিল - কলকাতা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল- এমডিএম বিভাগ।

  ❖ ঝাড়খণ্ডে শিশু ও মহিলাদের সুরক্ষা বিষয়ক উদ্যোগ।

  ❖ শিয়ালদহ স্টেশনে এবং তার আশে পাশে থাকা শিশুদের অধিকার রক্ষা করা।

- **সংস্থার কর্মপদ্ধতি:** উন্নয়নের জন্য সিনি অধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। সিনির অধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির লক্ষ্য হল শিশু অনুকুল সম্প্রদায় গড়ে তোলা যেখানে পরিবার, স্কুল, থানা, সামাজিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং সকল ধরণের শোষণ এবং সহিংসতা থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া এবং সম্মান পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। মূল অধিকারী হিসাবে, শিশু এবং মহিলাদের তাদের জীবনে প্রভাব ফেলে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করা হয়।

SAMPLE COPY

Save the Children

একটি আন্তর্জাতিক স্তরের বে-সরকারী সংস্থা (এনজিও)

সেভ দ্যা চিলড্রেন

- **সংস্থার নাম :** সেভ দ্যা চিলড্রেন
- **সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার নাম :** এগ্লান্টিন জেব্ব, ডরোথি বুকসটন
- **সংস্থাপনের সাল :** এই সংস্থা ১৯১৯ সালে ১৫ই এপ্রিল, লন্ডন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া :** ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ২১৩৮৯০ ; এসসি০৩৯৫৭০; এইন: ০৬-০৭১৬৪৮৭
- **ওয়েবসাইট:** ডবলু ডবলু ডবলু.সেভ দ্যা চিলড্রেন.নেট
- **সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি :** প্রায় একশত বছর আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সাথে সাথে এগ্লান্টিক জেব্ব নামে এক মহিলা একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন যা ছিল বিশ্বজুড়ে সর্বাধিক প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কণ্ঠ - সেভ চিলড্রেন ফান্ড। ভারতের কলকাতায় একটি শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এই সংস্থার দ্বারা সমর্থিত ছিল। সেভ দ্যা চিলড্রেন "বাল রক্ষা ভারত" নামে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের স্বতন্ত্র ভারতীয় সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করে।
- **সংস্থার মিশন:** শিশুদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যপী যে কর্মসূচি চলছে তাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা ও তাদের জীবনে আশু ও স্থায়ী পরিবর্তন নিয়ে আসা।
- **সংস্থার ভিশন:** একটি বিশ্ব যেখানে প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার, সুরক্ষার, বিকাশের এবং অংশগ্রহণের অধিকার আছে।
- **পরিচালক পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ :**

বিশ্বব্যাপী বোর্ড

ক) রবার্ট গুড - ইন্টারিম বোর্ড চেয়ার

খ) জুন ওহ - সেভ চিলড্রেন কোরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান

গ) তামারা ইঙগ্রাম - ওয়ান্ডারম্যান থম্পসনে গ্লোবাল চেয়ারম্যান

ঘ) আনহ ফাহি - অ্যান ইন্টারসার্ভে অ-নির্বাহী পরিচালক এবং নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান

কার্যনির্বাহী দল

- ইনগার আশিং - সেভ চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও)

SAMPLE COPY

ভারতীয় ক্ষেত্র

ক) দীপক কাপুর – চেয়ারম্যান

খ) রাজীব কাপুর – ট্রেজারার

গ) হারপাল সিং

ঘ) মিরাই চ্যাটার্জি

- **সহযোগী অংশীদার :**

❖ করপোরেট অংশীদার

বুলগারি, জিএসকে, মন্দেল ইন্টারন্যাশনাল, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, এগন জেহেন্ডার, ফ্রেশফিল্ডস, ব্রুকহস ইত্যাদি

❖ প্রযুক্তি অংশীদার

আটলাসিয়ান, ক্রিএটলি, ভার্টিজোসলা, ইভোজোন, জেটিআই, জেফাইআর ইত্যাদি

❖ ভারতীয় ক্ষেত্র

শোভনা ভারতীয়া, আরুন পুরি, বিশ্বনাথন আনন্দ

- **আর্থিক সংস্থান**: ইউ.এস.এ.আই.ডি, মারসি করপ্স, সলভ, মিট

- **সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ**: দাতাদের সহায়তায় সেভ দ্যা চিলড্রেন ভারতের ১৯ টি রাজ্যে ৫৯ টি কর্মসূচি পরিচালনা করছে। কেবলমাত্র তার দাতাদের সহায়তায় সেভ দ্যা চিলড্রেন ২০০৮ সাল থেকে ১.২২ কোটিরও বেশি ভারতীয় শিশুদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে । পরিসংখ্যান বলছে প্রতিদিন এই সংস্থা ২৫৭২ শিশুর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই সংস্থার প্রকল্পগুলিকে পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়: শিশু সুরক্ষা , স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, মানবিক প্রতিক্রিয়া, শিশুকেন্দ্রিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস, শিশু দারিদ্র্য।

- **টার্গেট গ্রুপ:** সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বন্দ্বের কবলে পড়া শিশুদের সুরক্ষার জন্য এবং তারা আজও এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে, তারা ৬৪ টি দেশে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করেছে। জরুরি অবস্থায় তারা বাচ্চাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়, যাতে তারা নিরাপদ বোধ করে। সুরক্ষিত আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের যত্ন নেওয়া হয় এবং যখনই সম্ভব হয় তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত করা হয়। তারা পরিবারগুলিকে তাদের জীবন পুনর্নির্মাণে সহায়তা করার জন্য জরুরি ত্রাণ এবং স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, স্থায়ী স্কুল এবং নগদ অনুদানও দিয়ে থাকে।

- **কার্যনির্বাহী ক্ষেত্র:**আদ্দিস আবাবা, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আর্মেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, বলিভিয়, ব্রাসেলস, বুর্কিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ভারত, ইত্যাদি।

- **প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম:** শিশু সুরক্ষার নীতি, যৌন শোষণ এবং অপব্যবহারের নীতি, আচরণবিধি, হয়রানিরোধী, ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া নীতি।

SAMPLE COPY

➢ **প্রোগ্রাম:**

❖ শিক্ষা

সংস্থা নিরাপদ এবং প্রাক বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করতে, বাচ্চাদের সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এবং শিক্ষার উপকরণগুলি ঘরে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্প্রদায়গুলির সাথে কাজ করে থাকে।

❖ সুরক্ষা

শিশুদের উচ্চতর ঝুঁকিতে ফোকাস করা, বাল্যবিবাহের জন্য বাধ্য করা মেয়েদের, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বা শিশু সৈন্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী সহ শিশুদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেওয়া এবং মনো-সামাজিক সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে এই সংস্থা।

- **সংস্থার কর্মপদ্ধতি ও নীতি:**

ক) কেস ওয়ার্ক খ) গোষ্ঠী কর্ম গ) সমষ্টি কর্ম ঘ) সামাজিক উদ্যোগ ঙ) সমাজ কল্যাণ

এই সংস্থা ব্যক্তি সুরক্ষা নীতি অবলম্বন করে।

SAMPLE COPY